শিক্ষার্থীবান্ধব সিদ্ধান্তে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: মাহদী আমিন



মাহদী আমিন। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড ছাড়া দেশের অন্য সব বোর্ডের অধীন পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো বর্তমানে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উপযোগী বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মত দিয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।

মাহদী আমিন বলেন, চলমান এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো শুরু থেকেই নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে।

তিনি জানান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ স্থানে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, পরীক্ষার্থীরা দেশের ভবিষ্যৎ এবং তাদের স্বপ্ন ও মানসিক অবস্থার গুরুত্ব সরকার গভীরভাবে উপলব্ধি করে। তাই একদিকে যেমন তাদের দুর্ভোগ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও শিক্ষাবর্ষের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া অধিদপ্তর, বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে। মঙ্গলবার সকালেও বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, চট্টগ্রাম বোর্ড ছাড়া দেশের অন্য সব এলাকায় পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে।

তবে কোনো শিক্ষার্থী যেন অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তির শিকার না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

মাহদী আমিন বলেন, চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় দেশের ২ হাজার ৬৯৭টি কেন্দ্রে মোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। বন্যা ও দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১৬ জুলাই পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সামনের দিনগুলোতে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি বজায় রাখা হবে এবং শিক্ষার্থীবান্ধব যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার প্রস্তুত রয়েছে।